চলচ্চিত্র / পূর্ণেন্দু পত্রী

ছেঁড়া তমসুক

কাহিনী
সমরেশ বসু
চিত্রনাট্য
পূর্ণেন্দু পত্রী
সঙ্গীত
পূর্ণেন্দু পত্রী
শিল্প নির্দেশনা
পূর্ণেন্দু পত্রী
চিত্রগ্রহণ
শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদনা
অরবিন্দ ভট্টাচার্য
প্রযোজনা
পিকস্
প্রযোজক
প্রবীর দাশগুপ্ত
পরিবেশনা
মোক্ষদা ফিল্মস
পরিবেশক
অনিমেষ দত্তগুপ্ত
রবীন্দ্র সঙ্গীত
বিশ্বভারতীর সৌজন্যে
নেপথ্য গায়িকা
কুমকুম চট্টোপাধ্যায়
সহকারী পরিচালনা
তপন দাস
অর্ধেন্দু রায়
সহকারী সঙ্গীত পরিচালনা
তন্ময় চট্টোপাধ্যায়
সহকারী চিত্রগ্রাহক
পান্তু নাগ
সহকারী শিল্প নির্দেশক
অমিতাভ বর্ধন
রূপসজ্জা
গোপাল হালদার
সহকারী
তারাপদ পাইন
সাজসজ্জা
বিশ্বনাথ দাস

সহকারী সম্পাদক
সমরেশ বসু
ব্যবস্থাপক
কবি বিশ্বাস
সহকারী
লক্ষ্মী দত্ত
সহকারী আলোকচিত্রগ্রাহক
দিলীপ ব্যানার্জী
নব বেহুরা
শব্দগ্রহণ
টেকনিসিয়ান্স স্টুডিও
বিশেষ তত্ত্বাবধানে
বলরাম বারুই
অনিল দাশগুপ্ত
পরিস্ফুটন
ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরী
বিশেষ তত্ত্বাবধানে
আর. বি. মেহেতা
অবনী রায়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়(খোকনদা)
অমল বন্দ্যোপাধ্যায় (খোকাদা)
রসিদ খান (এস.পি.বীরভূম)
দ্যুতিশ সরকার
(ডি.ও.এস.টি. হাওড়া)
সুজিত নাথ
প্রণবেশ মাইতি
পশ্চিমবঙ্গ লোকরঞ্জন শাখা
সিউড়ি ইয়ুথ ক্লাব
অভিনয়ে
রঞ্জিত মল্লিক
সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়
শ্যামল সেন
নিমু ভৌমিক
বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়
বিভাস চক্রবর্তী
প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়
অর্জুন মুখোপাধ্যায়

গোপা বন্দ্যোপাধ্যায়
শুভজিৎ নাথ
রাজা মুখার্জী
লীনা দাস
উমা পাল চৌধুরী
ধীরেন রায়
শোভেন মজুমদার
মানিক চৌধুরী
নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত
অঞ্জন সেনচৌধুরী
দিলীপ মিত্র
অসিত বসু
যোগেশ সাধু
রঞ্জিত গাঙ্গুলী
শেখর মজুমদার
সমর মুখার্জী
অজিত ঘোষ
দিলীপ ব্যানার্জী
প্রণব চট্টোপাধ্যায়
নিখিল সেনগুপ্ত
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
শক্তি চট্টোপাধ্যায়
তারাপদ রায়
শরৎ মুখোপাধ্যায়
শান্তি লাহিড়ী
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়
বাদল সিন্‌হা
শোভেন বর্মন রায়
মিনতি বর্মন রায়
সংযুক্তা বর্মন রায়
শমীক বর্মন রায়
সৌমিত্র মিত্র
শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
স্থির চিত্র
অর্ধেন্দু রায়
প্রচার পরিকল্পনায়
শৈলেশ মুখোপাধ্যায়

প্রভাত, শংকর, নরেশ। তিন বন্ধু। তিন জনে মিলে যেন এক। কলেজের পড়া ছেড়ে দিয়ে চাকরীর চেষ্টা করেছিল। পায়নি। এখন ওয়াগন ব্রেকার। রেল কালভার্টে বসে রোজ সন্ধ্যেবেলা আড্ডা দেয় ওরা। হঠাৎ একদিন ওদের সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে দেখল বিজলীকে। ওরা অবাক।

বিজলী একদিন ছিল ওদেরই সহপাঠিনী। সেও হঠাৎ কলেজের পড়া থামিয়ে দিয়েছিল মাঝপথে। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল বিজলীর বাবা। সংসারে দর্দশা। তাই। প্রায় তিন বছর হল বিজলীর সঙ্গে ওদের ছাড়াছাড়ি। কিন্তু

খবর রাখত। জানতো ব্রজেনের সঙ্গে বিজলীর অন্তরঙ্গতা। ব্রজেনও ছিল ওদের সহপাঠী। বিজলীর প্রতি ব্রজেনের টান বহুদিনের। ওদের দুঃখের দিনের সুযোগ নিয়ে ব্রজেন নানা ভাবে সাহায্য করে। ক'দিন হল বিজলীকে একটা টিউশানি জোগাড় করে দিয়েছে ব্রজেন। রোজ সন্ধ্যেয় ছাত্রী পড়িয়ে বিজলী ঘরে ফেরে ওই রেল কালভার্টের উপর দিয়ে। প্রভাত একদিন থাকতে পারলে না। বিজলীকে ডাকল নাম ধরে। বিজলী প্রথমে অবাক। কিন্তু যখন জানতে পারল ওরা তার পুরনো দিনের সহপাঠী, হাতের বাদামের ঠোঙ্গা এগিয়ে দিল তাদের দিকে। সেই থেকেই আবার ওদের চার জনের প্রতিদিনের মেলামেশা, বন্ধুত্ব। আর ঠিক সেই সময়েই বিচ্ছেদ ঘটে গেল ব্রজেন ও বিজলীর।

নিজের বাড়ীতে কাছে পেয়ে বিজলীর প্রতি অশালীন আচরণ করেছিল ব্রজেন। তার জবাবে ব্রজেনের গালে চড় মেরে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল বিজলী। দিন যায়। বিজলীদের সংসারে ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসে দুর্যোগ। প্রতি মাসের বাড়ীভাড়া বাকি পড়ে আসছিল দীর্ঘকাল। বাড়ীওয়ালা মহেশবাবু একদিন কড়া

নোটিশ দিয়ে গেলেন। সব টাকা মিটিয়ে দিতে হবে একসঙ্গে। রাধুবাবু জানতেন না ব্রজেনের সঙ্গে ছিন্ন হয়ে গেছে বিজলীর বন্ধুত্ব। তিনি বার বার বিজলীকে চাপ দিতে লাগলেন, ব্রজেনের কাছ থেকে টাকা ধার করতে। নিজের প্রচণ্ড অনিচ্ছা অনীহাকে দমন করে বিজলী ব্রজেনের কাছে গিয়ে হাত পাতল।

তারপর থেকে সব কিছু ছন্দহীন। প্রভাত, শংকর, নরেশ দেখতে পায় বিজলী আর আগের মত উচ্ছল নয়। সব সময় একটা অন্যমনস্ক ভাব। আড্ডা দিতে এসেই উঠি উঠি ভাব। এইভাবেই দিন কাটছিল। হঠাৎ একদিন গণেশ কাফের একটা ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে জানাল আত্মহত্যা করেছে বিজলী। আরো মর্মান্তিক খবর এল পরের দিন। পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট জানিয়েছে, বিজলী ছিল গর্ভবতী। চীৎকার করে ওঠে প্রভাত।—'এ কার কাজ? তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব এখুনি'। তিন বন্ধু সন্দেহ করে পরস্পরকে। কারণ ওরা তিনজন ছাড়া বিজলীর আর কেউ বন্ধু ছিল না। চোখভতি জল নিয়ে ওরা তিনজন স্বীকারোক্তি করে নিজেদের কাছে, ওরা কেউ দোষী নয়।

প্রভাত চীৎকার করে, তা হলে কে ? এ কীর্তি কার ?

শংকর বলে, রঘুর।

তিনটে হিংস্র নেকড়ের মত ওরা ছুটতে থাকে রঘুর খোঁজে, রেল লাইনের উপর দিয়ে।

থমকে দাঁড়ায় মাঝপথে। দূরে ওই আবছা মূর্তি কার ?

ঠিক সেই নর্থ কেবিনের কাছে ? যেখানে আত্মহত্যা করেছিল বিজলী।

এগিয়ে যায় ওরা। তাকিয়ে দেখে ব্রজেন। কি-একটা অজানা সন্দেহে ওরা আক্রমণ করে ব্রজেনকে

ব্রজেন স্বীকার করে, বিজলীর মৃত্যুর জন্য সেই দায়ী।

প্রভাতের চোখে তখন জল। হাতে ছুরি।

কিন্তু প্রভাতের মুখ থেকে ধীরে ধীরে মুছে যায় হিংসা।

বেদনার আঘাতে তারা তিনজন যেন নতুন মানুষ।

রবীন্দ্র সঙ্গীত

মধুর, তোমার শেষ যে না পাই, প্রহর হল শেষ
ভুবন জুড়ে রইল লেগে আনন্দআবেশ ॥
দিনান্তর এই এক কোনাতে
সন্ধ্যা মেঘের শেষ সোনাতে
মন যে আমার গুঞ্জরিছে কোথায় নিরুদ্দেশ ॥

সায়ন্তনের ক্লান্ত ফুলের গন্ধ হাওয়ার পরে
অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে।

এই গোধূলীর ধূসরিমায়
শ্যামল ধারার সীমায় সীমায়
গুনি বনে বনান্তরে অসীম গানের রেশ ॥

অর্ধেন্দু সত্রীর
প্রথম রঙীন ছবি
ক্রপদী
প্রযোজিত

কপালকুণ্ডলা

বিশ্ব পরিবেশনা :
মোক্ষদা ফিল্মস

মুদ্রণে : প্রিণ্টোরিয়েণ্ট এণ্ড কোং, ৩২/১৩বি, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬